সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৬০
WEEKLY BOOKLET:260

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম সফরে মদীনার ২য় পর্ব

আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৯৮০ ইং সফরে মদীনার ঘটনাবলী

মদীনায় হাজিরীর প্রথম রাত 02
মদীনা নামের আদব ১৪
মদীনা পাকের আকর্ষণের কারণ ১৮
উজ্জ্বল পাথর ২৮

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
দাওয়াতে ইসলামী
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম সফরে মদীনার ২য় পর্ব

আমীরে আহলে সুন্নাতের সফরে মদীনার ঘটনাবলী ১৯৮০ ইং

জা'নশিনের আত্তারের দোয়া: হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **প্রতিপালক!** যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের সফরে মদীনার ঘটনাবলী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের সদকায় মদীনার সত্যিকার আশিক বানাও এবং তার উপর স্থায়ীভাবে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ** করেন: যেই ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হয়, তার উচিৎ, আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা আর যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করবেন।

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, ৬/২১, হাদীস ৯৮৮৯)

কা'বে কে বদরুদ্দোজা তুম পে করোড়ো দুরূদ
তায়িবা কে শামসুদ্দোহা তুম পে করোড়ো দুরূদ

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার হাজিরীর প্রথম রাত

আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত এর **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র ভূমি মদীনা শহরে হাজিরীর প্রথম রাত, মসজিদে নববী শরীফের বাইরের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো,[১] মসজিদ শরীফে কয়েকজন লোক তাহাজ্জুদের জন্য উপস্থিত ছিলো, সুবহে সাদিকের সোনালী সময়, আমীরে আহলে সুন্নাত প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নূর বর্ষণকারী সবুজ গুম্বুজের যিয়ারতের স্বাদ নিয়ে কদমাঈন শরীফাইনের দিক থেকে বাবে জিব্রাঈল দিয়ে সবুজ গম্বুজের নূর গ্রহণ করে অতঃপর সেখান থেকে উল্টো দিকে হেঁটে অপর দিকে চলে যাচ্ছিলেন, আর্শ্চয্য এক অনুভূতি ভরা অন্তরের অবস্থা হবে। ঐ সবুজ গম্বুজ, যার যিয়ারতের জন্য কোটি কোটি চোখ ছটফট করে, আর তা চোখের সামনে। এই আনন্দঘন অবস্থায় একটি পরীক্ষার সম্মুখিন হয়ে গেলেন, হলো কি, আশিকে মদীনা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত বাবরী চুল সাজিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে উপস্থিত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে জানিনা কি বুঝিয়েছে যে, সে তাঁকে তার কাছে ডেকে বললো: "تَعَال" অর্থাৎ এদিকে

১.. তখনকার দিনে মসজিদ শরীফ যিয়ারতকারীদের জন্য সারা রাত খোলা থাকতো না।

www.dawateislami.net

এসো। যখন তিনি তার নিকট গেলেন তখন সে জিজ্ঞাসা করলো: এখানে কি করছো? জানিনা আমি আনন্দঘন এই অনুভূতি কিভাবে বর্ণনা করবো! **আল্লাহই** ভালই জানেন তার কি সন্দেহ হয়ে গেলো, আরো ইনভেস্টিগেশন করে সে তাঁর নিকট পার্সপোট চাইলো, তিনি বললেন: তা তো বাসায়। অতঃপর সে তাঁর বাবরী চুল দেখে বললো: এগুলো কি? আশিকে সুন্নাত মুচকী হেসে উত্তর দিলেন: اَلسُّنَّة অর্থাৎ এগুলো হলো সুন্নাত। সম্ভবত দ্বীনি জ্ঞান কম হওয়ার কারণে সে আমীরে আহলে সুন্নাতের দাঁড়ি শরীফ স্পর্শ করে বললো: هٰذِهِ السُّنَّة অর্থাৎ এই দাঁড়ি শরীফ হলো সুন্নাত, বাবরী চুল সুন্নাত নয়। একথা শুনতেই আমীরে আহলে সুন্নাতের মনে পড়লো যে, এক বছর পূর্বে মসজিদে হারাম শরীফে কিছু এমন ভয়ঙ্কর লোক এসেছিলো, যারা লম্বা লম্বা চুল রেখেছিলো, তারা সেখানে অনেক বেয়াদবী করেছিলো এবং এই ভয়ঙ্কর ঘটনায় অনেক হাজী সাহেব শহীদও হয়েছিলো, অতঃপর তাদেরকে ধরে স্থায়ীভাবে শেষ করে দেয়া হলো। হয়তো এই পুলিশের মনে তা আসছে যে, আমি তাদেরই একজন। অতঃপর সে তার আরেকজন সাথী যে নিকটেই বসে জিমাচ্ছিলো, পা দিয়ে ধাক্কা মেরে উঠালো। সে উঠতেই

www.dawateislami.net

বন্দুক হাতে নিয়ে নিলো। ফজরের নামাযের সময় সন্নিকটে এবং অযু ইত্যাদি করা প্রয়োজন, এই পরিস্থিতিতে আশিকে মদীনার মন খুবই অস্থির হয়ে উঠছিলো যে, জানিনা এরা কি করতে চায়, পুলিশ নিকটেই একটি ছোট কুটরীর ন্যায় রুমের দরজা খুলে ভেতরে যাওয়ার জন্য বললো। তিনি মনে মনে এই ভেবে চিন্তিত হয়ে গেলেন যে, **আল্লাহ** না করুন যদি তারা আমাকে এখানে রেখে চলে যায় তবে পবিত্র ও অযু তাছাড়া নামায কিভাবে আদায় করবো? এই ভাবতে ভাবতে অস্ফুটে তাঁর মুখ মুবারক থেকে নিজের মেমেনী মাতৃভাষায় বের হয়ে গেলো: "ইয়া রাসূলাল্লাহ! গিডা ফাঁসাঈ ইউ" অর্থাৎ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোথায় ফেঁসে গেলাম? আশিকে মদীনার মুখ থেকে এই বাক্য বের হতেই যেনো রযার পংক্তি।

ওয়াল্লাহ সুন লেঙ্গে ফরিয়াদ কো পৌঁহছেঙ্গে
ইতনা ভি তু হো কোয়ি আহ করে দিল সে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৪৩ পৃষ্ঠা)

এর ন্যায় আক্বায়ে মদীনার সাহায্য এসে গেলো, ফরিয়াদ শুনা হলো। পুলিশটি হাসতে হাসতে দরজা বন্ধ করতে করতে শুধু এতটুকুই বললো: চুল কেটে নিও।

www.dawateislami.net

মদদ সরকার ফরমাতে হে দিওয়ানা আগর কোয়ি
তরপ কর ইয়া রাসূলাল্লাহ কা নারা লাগাতা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিপদ দূরকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনায় প্রথম রাতের হাজিরীর এই ঘটনায় আমীরে আহলে সুন্নাতের নামাযের প্রতি ভালবাসা এবং বিপদের সময় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ফরিয়াদের ধরণ খুবই ঈমানোদ্দীপক ছিলো। নিঃসন্দেহে নামায ব্যতীত বান্দা কোন কাজের? নামায কোন অবস্থাতেই ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয় তাছাড়া কঠিন বিপদে যখন উম্মত তার **প্রিয় ও শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্মরণ করে তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** পেরেশানগ্রস্থ উম্মতকে সাহায্য করেন এবং বিপদ থেকে মুক্তি দেন, কেননা **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ জানেন এবং আহ্বানকারীকে সাহায্য করেন। **তাঁর** প্রসিদ্ধ উপাধী "দাফেউল বালা" অর্থাৎ "বিপদ দূরকারী" এবং **তাঁর** এই উপাধী কুরআনে করীম থেকে প্রমাণিত, যেমনটি ৯ম

www.dawateislami.net

পারা সূরা আনফালের ৩৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ ؕ

(পারা ৯, সূরা আনফাল, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর **আল্লাহ**র কাজ এ নয় যে, তাদেরকে শাস্তি দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত হে **মাহবুব**! আপনি তাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন।

আমার আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: سُبْحٰنَ الله! আমাদের **দাফেউল বালা নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফেরদের উপর থেকেও বিপদ দূর হওয়ার মাধ্যম আর মুসলমানদের উপর তো **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিশেষভাবে অতিশয় দয়ালু।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৩৭৯)

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লা মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আমরা দেখি না কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল বিপদের সময় সহায়তা করে থাকেন।

(আতিব্বুন নাগম ফি মদহে সৈয়দুল আরব ও আযম, ৪ পৃষ্ঠা)

তড়ফ কর গম কে মারো তুম পুকারো ইয়া রাসূলাল্লাহ
তোমারি হার মুসিবত দেখনা দম মে টালি হোগি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

ভুল ধারণার অবসান

৭ম হিজরী শতাব্দীর মহান বুযুর্গ ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাহায্য চাওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, হুযুর আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত সাহায্যকারী, এটা তো কোন মুসলমানই ভাবে না, তবে কেনো এই অর্থে কথাটি বলা (অর্থাৎ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে আল্লাহ পাক থেকেই পাওয়া) এবং রাসূলের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাকে নিষেধ করা দ্বীনের মধ্যে ভ্রান্তি নিয়ে আসা ও মুসলমানকে পেরেশান করাই। (শিফাস সাকাম, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

হাশর মে হাম ভি সেয়র দেখেঙ্গে
মুনকারে আজ উন সে ইলতিজা না করে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ১৪২ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে বলেন: যারা আজ দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের প্রিয়দের "ক্ষমতাহীন" মনে করে, হাশরের দিন আমরাও তাদের তামাশা দেখবো, কিরূপ অসহায় ও অস্তিরতার সহিত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পবিত্র দরবারে শাফায়াতের ভিক্ষা নেয়ার জন্য ধাক্কা খাবে! কিন্তু বিফল মুখ দেখবো। তাইতো বলা হচ্ছে:

www.dawateislami.net

আজ লে উন কি পানাহ আজ মদদ মাঙ্গ উন সে
ফির না মানেঙ্গে কিয়ামত মে আগর মান গেয়া

(হাদায়িকে বখশীশ, ৫৬ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ অর্থাৎ আজ **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমতা স্বীকার করে নাও এবং **তাঁর** দয়াময় আঁচলের আশ্রয়ে এসে যাও আর **তাঁর** নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো। যদি তুমি এই মানসিকতা বানিয়ে নাও যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমেও সাহায্য করতে পারে না, তবে মনে রেখো! কাল কিয়ামতে যখন **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শানে মাহবুবী প্রকাশ হবে আর তুমি ক্ষমতা স্বীকার করে নাও এবং শাফায়াতের আদলে সাহায্য ভিক্ষা নিতে দৌঁড়াও তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "মানবেন" না কেননা দুনিয়া হলো "দারূল আমল" (অর্থাৎ আমল করার জায়গা) যদি সেখানে "মেনে নিতে" তবে কাজ হয়ে যেতো, এখন "মেনে নেয়া" কাজ দিকে না, কেননা আখিরাত দারূল আমল নয় "দারূল জযা" (অর্থাৎ দুনিয়ায় যে আমল করেছো, তার প্রতিদান পাওয়ার জায়গা)।

বেয়টতে উঠতে মদদ কে ওয়াসতে
ইয়া রাসূলাল্লাহ কাহা ফির তুঝ কো কিয়া

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

স্বপ্নে তাশরীফ এনে মনখুশি করেন

মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** গোলামদের অবস্থা সম্পর্কে কিরূপ অবগত, এব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৯৮০ইং এর মদীনা সফরে আরো একটি ঘটনা পড়ুন এবং আন্দোলিত হোন। সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এক মুরীদ মরহুম হাজী ইসমাঈল মুম্বাইয়ের (ভারত) অধিবাসী ছিলেন, তিনি মদীনা পাকে বছরের পর বছর অবস্থান করতেন, তিনি আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতকে বলেন যে, এক বৃদ্ধ মহিলা সোনালী জালির সামনে উপস্থিত হয়ে নিজের সাধারণ ভঙ্গিতে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করছিলো। এমন সময় তার দৃষ্টি পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার উপর পড়লো, যে একটি কিতাব থেকে দেখে দেখে সুন্দর উপাধি সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম আরয করছিলো। বৃদ্ধ মহিলা তা দেখে বলতে লাগলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি তো এতো শিক্ষিত নই, আপনি তো হয়তো এই সুন্দরভাবে পাঠকারী মহিলার সালামই কবুল করবেন, আমার সালাম আপনার কেনইবা পছন্দ হবে! এতটুকু বলে সে বেদনাগ্রস্থ হয়ে কাঁদতে লাগলো। যখন রাতে সে ঘুমালো তখন তার ভাগ্য জেগে

www.dawateislami.net

উঠলো, **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে মনের কথা সম্পর্কে জ্ঞাত **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এসে ইরশাদ করলেন: "হতাশ কেনো হচ্ছো? আমি তোমার সালাম সবার পূর্বেই কবুল করেছি।"

তুম উস কে মদদগার হো তুম উস কে তরফদার
জু তুম কো নিকাম্মে সে নিকাম্মা নযর আয়ে
লাগাতেহে উস কো ভি সীনে নে আক্বা
জু হোতা নেহী মুহ লাগানে কে কাবিল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত এবং মদীনার ক্ষত

১৯৮০ সালে আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রথম মদীনার সফরের সময় মসজিদে নববী শরীফের মুবারক দরজা যাকে সুলতান আব্দুল মজীদের নামানুসারে বাবে মজীদি বলা হয়, এর দিকে রাস্তা খনন করা হচ্ছিলো এবং রাস্তায় কঙ্কর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে ছিলো, আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত খালি পায়ে মদীনা পাকের মুবারক সড়কে হাঁটার সময় নিজের পীর ও মুর্শিদের আস্তানার দিকে হাজিরী দেয়ার জন্য যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটি পাথর শরীফের সাথে পায়ে আঘাত লেগে গেলো। পা ফোলা ও ব্যথার কারণে হাঁটতে কষ্ট হতে লাগলো। এক লোক যিনি হাসপাতালে কাজ

www.dawateislami.net

করতেন এবং সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আস্তানায়ে আলিয়ায় হাজির হতেন, তাকে ডাক্তার সাহেব ও আশিক উপাধিতে ডাকা হতো। আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে যখন তার সাক্ষাত এবং কথাবার্তা হলো তখন তিনি আসলেই অনেক আশিক হিসেবে আবির্ভূত হলেন, বলতে লাগলেন: এটা তো মদীনার আঘাত, এর আবার চিকিৎসা কি? অতঃপর তিনি কয়েকজন বুযুর্গের ঘটনা শুনালেন, যা শুনেই আমীরে আহলে সুন্নাত বললেন: আমি এই আঘাতে চিকিৎসা করবো না। যেনো:

ইয়ে যখম হে তায়্যিবা কা ইয়ে সব কো নেহী মিলতা
কৌশিশ না করে কোয়ি ইস যখম কো সিনে কি

এই আঘাত নিয়েই তিনি খালি পায়ে হাঁটতে রইলেন। একবার এভাবে ব্যথা নিয়ে হেঁটে সোনালী জালির সামনে হাজির হয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ**! এটি আপনার মুবারক গলির আঘাত এবং আপনি আমার অবস্থা সম্পর্কে সবই জানেন, যদি আমি ধৈর্যধারণ করতে পারি তবে তো এই ব্যথা সারা জীবন আমার সাথে থাকুক আর যদি আপনি এটা মনে করেন যে, আমি ধৈর্যধারণ করতে পারবো না তবে আপনিই তা ঠিক করে দিন, আমি এর চিকিৎসা করবো না। আশিকে মদীনা

www.dawateislami.net

আহ্লাদ কলে তা আরয করে তার থাকার স্থানে ফিরে এসে গেলেন। গরম শরীফের উপস্থিতি এবং রোদ শরীফের তীব্রতার কারণে দুই চার দিনের মধ্যেই সেই ব্যথা চলে গেলো।

শাফি ও নাফি হো তুম কাফি ও ওয়াফি হো তুম
দরদ কো কর দো দাওয়া তুম পে করোড়োঁ দুরূদ

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

মদীনা পবিত্র গলি সমূহ

হে আশিকানে মদীনা! জগতের সুন্দরতম মসজিদ, আশিকদের চোখের শীতলতা মসজিদে নববী শরীফে সাধারণত আমীরে আহলে সুন্নাত একাই হাজিরী দিতেন। আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** তখনো শুরু হয়নি। এক সোনালী সন্ধ্যায় আশিকে মদীনা মসজিদে নববী শরীফে হাজিরী দেয়ার পর বাবে জিব্রাঈল দিয়ে বের হয়ে জান্নাতুল বকীর দিকে একাকী মদীনা গলিতে যাচ্ছিলেন। সেই মুবারক যুগে বাবে জিব্রাঈলের সামনে কিছু বিল্ডিং ছিলো, যার মাঝ বরাবর একটি ছোট কিন্তু বরকতের দিক দিয়ে অনেক মুবারক গলি জান্নাতুল বকীর দিকে যায়। বরকতময় কেন হবে না, মদীনা শহরের গলি হওয়ার সৌভাগ্য যে লাভ করেছে, তাছাড়া ফযীলতময় এভাবে যে,

www.dawateislami.net

সেই মুবারক গলিতে কয়েকটি বাড়ির ব্যাপারে প্রসিদ্ধি ছিলো, এগুলো পবিত্র আহলে বাইতের মহত্বপূর্ণ বাড়ি এবং বাবে জিব্রাঈলের সামনের বাড়ির ব্যাপারে বলা হয় যে, এটি মুসলমানদের প্রথম খলিফা, আশিকে আকবর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বাড়ি ছিলো। সেই সৌভাগ্যবান গলিকে আশিকে রাসূল বেহেশতি গলি (অর্থাৎ জান্নাতী গলি) বলতেন। কিন্তু এখন সেই গলি শরীফ জাহেরী চোখে দেখা যায় না, কেননা তা শহীদ করে মসজিদ শরীফেই অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয়েছে।

পাওয়ে ইঁয়া গলিয়াঁ দা দীদার জু হো জাওয়ে রহমতাঁ দা হকদার আও
তর গেয়ি জিনহাঁ নে তক লিয়াঁ মদীনে দিয়াঁ পাক গলিয়াঁ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আবু বকর সিদ্দীক رضی اللہ عنہ এর বাড়ি

www.dawateislami.net

মদীনা নামের আদব

আশিকে মদীনা বাবে জিব্রাঈল দিয়ে আক্বায়ে মদীনার মদীনা শহরের বরকতময় গলি অতিক্রম করছিলেন, এমন সময় সামনে মাটিতে একটি জিনিসে "আল মদীনা" লিখা দেখলেন। হৃদয় চূর্ণ হয়ে গেলো, ঐ মদীনা, যার নাম নেয়াতে মুখ মধুময় হয়ে যায়, ঐ মদীনা, যার নামে আশিকের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়, ঐ মদীনা, যার নাম নেয়াতে নসিমুল খুলদ (অর্থাৎ জান্নাতের বাতাস) বইতে থাকে, যেমনটি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

নামে মদীনা লে দিয়া চলনে লাগি নাসিমে খুলদ
সোযিশে গম কো হাম নে ভি কেয়সি হাওয়া বাতায়ি কিউঁ

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

ঐ মদীনা, যা সমগ্র বিশ্বজগতের রত্ন, **আক্বায়ে মদীনা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় শহর। ঐ মুবারক নামটি ভক্তি ও আগ্রহ ভরে চুম্বন করে নিলেন, একজন বৃদ্ধ লোক তা দেখে জানিনা নিজের ভাষায় কি যেনো বলতে লাগলো! আমীরে আহলে সুন্নাত মদীনা নামটিকে চুম্বন করে কিছুদূর চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে কারো সালাম করার আওয়াজ এলো, পেছন ফিরে তাকালে একজন স্বদেশী ভাইকে দেখলেন, সে খুবই সুন্দরভাবে সাক্ষাত করলো এবং

www.dawateislami.net

আরয করলো: ঐ লোকের কথায় কিছু মনে করবেন না। আপনার সোনালী জালিতে হাজিরী দেয়ার সময় থেকে আমি আপনাকে দেখে যাচ্ছি। আমার আপনার ধরণ খুবই ভাল লেগেছে, আপনি আমার বাড়ি চলুন এবং আমার বাড়িতে খাবার খাবেন। আশিকে মদীনা বললেন: আমার খাওয়ার চাহিদা নেই, অতঃপর সে আরয করলো: ঠিক আছে আমার থেকে কিছু টাকা উপহার হিসেবে গ্রহণ করুন। আশিকে মদীনা কখনো শেষ না হওয়া ইশকে রাসূলের সম্পদে সম্পদশালী ছিলেন, তাঁর দুনিয়ার অস্থায়ী সম্পদের কি প্রয়োজন, তিনি টাকা নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার নিকট টাকা আছে। অতঃপর সে নিজের বাড়িতে অবস্থান করার দাওয়াত দিলো, তখন তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার নিকট থাকার জায়গাও রয়েছে। সে খুবই জোড়াজুড়ি করলো কিন্তু তিনি তাকে নিষেধ করে দেন।

দিওয়ানগি পে মেরী হাসতে হে আকল ওয়ালে
রাস্তা তেরী গলি কা পুছা তেরী গলি মে
দিওয়ানা কর দেয়া হে দিওয়ানা হো গেয়া হোঁ
দেখা হে মে নে এ্যয়সা জ্বলওয়া তেরী গলি মে

www.dawateislami.net

মদীনার গলিসমূহ

মদীনার মুবারক গলিসমূহের কথা কি আর বলবো। ঐ মুবারক গলিসমূহ, যেখান দিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্যবার বরং হাজারোবার অতিক্রম করেছেন, সাবায়ে কিরাম ও পবিত্র আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর মুবারক বাড়ির নিদর্শন রয়েছে, এই বরকতময় গলিসমূহের মহত্ব ও শান কিভাবে বর্ণনা হবে। মদীনা পাকের শানে অনেক কবি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় হাজারো শের লিখেছেন। সায়্যিদী কুতবে মদীনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সৈয়দ আমজাদ হোসাইন আমজাদী হায়দারাবাদী মদীনা পাকে তাঁর প্রসিদ্ধ নাত আমার ঘরেই লিখেছেন। (আনওয়ারে কুবতে মদীনা, ২৩১ পৃষ্ঠা) সেই নাতে মদীনা পাকের মুবারক গলির আলোচনা খুবই সুন্দরভাবে করা হয়েছে। সেই নাতের কয়েকটি পংক্তি হলো:

কিস সিজ কি কমি হে মাওলা তেরী গলি মে
দুনিয়া তেরী গলি মে উকবা তেরী তেরী গলি মে
কিস তরহা পাও রাখেঁ ইয়াঁ সাহিবে বিসারত
আ'খেঁ বিছি হোয়ি হে হার জা তেরী গলি মে
মউত ও হায়াত মেরী দোনো তেরে লিয়ে হে
মরনা তেরী গলি মে জি'না তেরী গলি মে
সুরজ তাজাল্লিউঁ কা হার দম চমক রাহা হে
দেখা নেহী কিসি দিন ছায়া তেরী গলি মে

www.dawateislami.net

আমজাদ কো আজ তক হাম আদনা সমঝ রাহে থে
লেকিন মকাম ইস কা পায়া তেরী গলি মে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকদের নিজস্ব এক ধরণ থাকে

মদীনার আশিকদেরও কিরূপ মনোরম রঙ হয়ে থাকে, কেউ আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতকে ১৯৮০ সালে মদীনার সফরে বলেছিলো, করাচী থেকে কিছু হাজী সাহেব মদীনা পাকে উপস্থিত হয়েছে এবং তারা একটি বাড়ি ভাড়ায় নিয়েছে, সেই বাড়িতে বিচ্ছু অনেক আসতো, কিন্তু সেই আশিকে রাসূল হাজী সাহেবরা সেই বিচ্ছুগুলো মারতো না, কেননা এগুলো মদীনার বিচ্ছু।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ নিজ প্রেম এবং নিজ নিজ আগ্রহের বিষয় হয়ে থাকে। প্রেম ও ভালবাসার এই ধরণ নসীব সম্পন্নদেরই অংশ হয়ে থাকে। যতক্ষণ শরীয়ত কোন কাজে নিষেধ করবে না, তা নিষেধ করা সঠিক নয়, কেননা যে বিষয়টি শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তা থেকে আমরা কিভাবে নিষেধ করতে পারি? কষ্ট প্রদানকারী বিষাক্ত প্রাণীকে যদিও বিনা প্রয়োজনেও মারা যাবে কিন্তু মারা ওয়াজিবও নয়, হ্যাঁ! যদি নিজেকে বা অন্য কাউকে ক্ষতি

www.dawateislami.net

করার সম্ভাবনা থাকে তবে তা ভিন্ন বিষয়, কিন্তু যদি কোন বিচ্ছু বা কেন্নো (বিছা) কোথাও যাচ্ছে এবং আপনাকে কষ্টও দিচ্ছে না তবে এখন মারা জরুরী তো নয় আর যদি কোন সম্পর্কের কারণে তা মারা থেকে বিরত থাকে তবে এরূপ আশিকে রাসূলের তো কথায় নেই। **আল্লাহ পাক**! আমাদেরও আপন **প্রিয় শেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকদের ইশকে মদীনার সদকা নসীব করো।

প্রেম ও ভালবাসার আরো একটি ধরণ

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: মদীনার খেজুর শরীফের বিচিও ফেলে দেয়া উচিৎ নয় বরং সম্ভব হলে যাতা ইত্যাদির মাধ্যমে ছোট ছোট টুকরো করে মাঝে মাঝে মুখে রেখে খেয়ে নিন অথবা কোথাও ঠান্ডা করে দিন। মদীনা পাকের সম্পর্কের কারণে এভাবে যদি আদব করা হয় তবে اِنْ شَآءَ الله সাওয়াব পাওয়া যাবে।

মদীনা পাকের আকর্ষণের কারণ

মদীনার প্রেমিকরা! যেমনিভাবে এখন ২০২২ সালে আরব শরীফে বাহ্যিকভাবে নিমার্ণ শৈলির মাধ্যমে সৌন্দর্য্যের বিভিন্ন দৃশ্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাতের ১৯৮০ সালের মদীনার হাজিরীতে বাহ্যিক এসব কিছুই ছিলো

www.dawateislami.net

না। আরব মরুপ্রান্তর এবং মদীনার সুন্দর পরিবেশ ছিলো। বিভিন্ন শায়ের নাতে মদীনা পাককে গুলযারে মদীনা, গুলশানে মদীনা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, যার ফলে মনে হতো, সেখানে বাহ্যিকভাবেও চারিদিকে সবুজই সবুজ এবং মনোরম দৃশ্য (Sceneries) রয়েছে কিন্তু আশিকে মদীনার মদীনার প্রেম উত্তর দিলো: যদি মদীনায়ে পাকে আসলেই বাহ্যিকভাবে কুদরতি এমন সবুজ এবং সুন্দর দৃশ্য হতো তবে হয়তো কেউ বলতো যে, এরা মদীনায় এই সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে পায় অথচ বাস্তবে এমন নয়। আশিকদের মন ও মননে দুনিয়ার সৌন্দর্য মন্ডিত দৃশ্য সবুজ গম্বুজ শরীফ এবং সোনালী জালির জ্বলওয়ায় মিশে আছে। আশিকানে মদীনা তাই তো মদীনা মদীনা বলে থাকে, মদীনার জন্য ছটফট করতে থাকে, তা দেখার জন্য অস্থির হয়ে থাকে, কেননা সেখানে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বশরীরে তাশরীফ নিয়ে আছেন। আরো এক শায়ের কতই সুন্দরভাবে বলেন:

সাহরায়ে মদীনা কে জব দেখ লিয়ে জ্বলওয়ে
গুলশান কে নাযারে সব বেকার নযর আয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মদীনার স্মরণে কালাম লিখে দিলেন

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত হারামাঈন তায়্যিবাঈনের যিয়ারতকারীদের নির্দেশনার জন্য **"রফিকুল হারামাঈন"** নামক কিতাব লিখেছেন, যাতে মক্কা মদীনায় হাজিরীর আদবের পাশাপাশি হজ্জ ও ওমরার পদ্ধতি এবং হজ্জ ও ওমরার গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি মাসআলার বর্ণনা রয়েছে।[১]

তিনি বলেন: আমি এই কিতাবটি একাগ্রতার সহিত লেখার জন্য ক্লিফটনে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মারকাযী মজলিশে শূরার রুকন হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারীর পিতা (মরহুম) হাজী ইয়াকুব সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম,[২] বসন্ত কাল শুরু হলে ঘরের বাইরের বাগানে রঙ বেরঙের সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটতে শুরু হলো, প্রতিটি ঘরের বাইরে ফুলই ফুল ছিলো, এই মুহূর্তে আমার মনোযোগ মদীনার মরুপ্রান্তরের উজ্জলতার প্রতি গেলো, তখন আত্তারের

১.. এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে ফ্রি ডাউনলোড করা যাবে, তাছাড়া মদীনার যিয়ারতকারীদের এই কিতাবটি উপহার হিসেবে প্রদান করুন, اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবে ভান্ডার হাতে আসার পাশাপাশি জ্ঞান অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

২.. রফিকুল হারামাঈন কিতাবের রচয়িতা এবং এ ব্যাপারে আরো আকর্ষনীয় তথ্যাবলী সম্বলিত সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগের পক্ষ থেকে অতিশীঘ্রই একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হবে। اِنْ شَآءَالله

www.dawateislami.net

অন্তর এই সিদ্ধান্ত নিলো যে, মদীনার মরুপ্রান্তরের মনোমুগ্ধকর উজ্জলতার সামনে এই ফুলগুলোর উজ্জলতা কিছুই নয়, কেননা এই উজ্জলতায় হারিয়ে মানুষ উদাসীনতায় ডুবে যেতে পারে আর বান্দার মদীনার স্মরণ যতই বৃদ্ধি পায় ততই গন্তব্য নিকটতর হতে থাকে, এই ভাবনায় আশিকে মদীনা কলম হাতে নিলেন এবং নিজের মনের অবস্থা কিছুটা এভাবে শেরের আকৃতিতে লিখলেন:

জিস তরফ দেখিয়ে গুলশানে বাহার আয়ি হে
দিল মগর দশতে মদীনা কা তামান্নায়ি হে
খুশনুমা ফুল গুলিসতাঁ মে খিলে হে লেকিন
মেরা দিল খারে মদীনা হি কা শেয়দায়ী হে[১]

(অডিও বয়ান: নিগাহে মুস্তফা কি আদায়ে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে হামযার মাযারে হাজিরী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পূর্ণ মদীনাই হলো যিয়ারতের স্থান, কি মদীনার পাহাড় আর কি মদীনার মরুভূমি, মদীনা পাকের মাটি হোক বা মুবারক গুহা, চারিদিকে বসন্তই বসন্ত, মদীনা পাকের মুবারক যিয়ারতের স্থান সমূহের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যিয়ারত হলো উহুদ

১.. সম্পূর্ণ কালামটি পাঠ করার জন্য ওয়াসায়িলে বখশীশ ৪৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

www.dawateislami.net

পাহাড় শরীফ এবং হযরত আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযার। আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত কয়েকবারই রাসূলের চাচা, **আসাদুল্লাহি ওয়া আসাদু রাসূলিহি** অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় ও শেষ রাসূলের** সিংহ হযরত আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযার মুবারকে হাজিরীর সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত করাচী থেকে একাই মদীনার সফরে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু সেখানে পরিচিত একজনকে পেয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁর সাথে হাজিরীর জন্য গেলেন। হযরত আমীরে হামযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মাযার শরীফের সাথে অন্যান্য শুহাদায়ে উহুদের প্রানোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরাম করছেন। এই সকল মাযার মুবারকে হাজিরী অনেক সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেই প্রতি বছরের শুরুতে বা শেষে শুহাদায়ে উহুদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ যিয়ারতে তাশরীফ নিয়ে আসতেন।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ১৩তম পারা, আর রা'আদ, ২৪নং আয়াতের পাদটীকা, ৪/৬৪০-৬৪১)

শুহাদায়ে উহুদ সালামের উত্তর প্রদান করেন

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, **আল্লাহ পাকের দয়ালু নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শুহাদায়ে উহুদের যিয়ারতের জন্য তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! তোমার

www.dawateislami.net

বান্দা এবং তোমার নবী সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এরা শহীদ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারাই তাঁদের যিয়ারতে আসবে এবং তাঁদেরকে সালাম করবে, তাঁরা উত্তর প্রদান করবে।

(মুস্তাদরিক, ৩/৫৬৯, হাদীস ৪৩৭৬)

শুহাদায়ে উহুদের কারামত

প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের বুযুর্গ হযরত ইমাম আবু বকর হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর **"দালায়িলুন নবুয়াত"** কিতাবে লিখেন: এক ব্যক্তি বললো যে, আমাকে আমার সম্মানিত পিতা মদীনা পাক থেকে শুহাদায়ে উহুদের মাযারের দিকে নিয়ে গেলেন, জুমার দিন ছিলো, সকাল হয়ে গিয়েছিলো কিন্তু সূর্য তখনো উদিত হয়নি, আমি আমার সম্মানিত পিতার পেছনে ছিলাম। যখন আমরা মাযার শরীফে পৌঁছলাম, তখন আমার পিতা উচ্চস্বরে আরায করলেন: سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ অর্থাৎ আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কেননা আপনারা ধৈর্যধারণ করেছেন, তো আখিরাতের উত্তম পরিণতি কতইনা সুন্দর। উত্তর এলো: وَعَلَيْكُمُ السَّلَام يَا اَبَا عبد الله। আমার পিতা আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন: হে আমার সন্তান! তুমি উত্তর দিয়েছো? আমি বললাম: না তো। তিনি আমার হাত ধরে তার ডান পাশে নিয়ে গেলেন এবং আবারো সালাম আরয

www.dawateislami.net

করলেন, এবারও একই উত্তর পেলেন, তৃতীয়বার আবারো সালাম করলেন তখনও একই উত্তর প্রদান করা হলো। এতে আমার সম্মানিত পিতা **আল্লাহ পাকের** দরবারে সিজদায়ে শোকর করতে লাগলেন। (দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ৩/৩০৯)

সায়্যিদী হামযা কো অউর জুমলা শহীদানে উহুদ
কো ভি অউর সব গাযীউ হো শেহসুওয়ারোঁ কো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, ৬১০ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! সাহাবায়ে কিরাম ও আউলিয়ায়ে এজাম رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর মাযার শরীফে হাজিরী দেয়া এবং তাঁদের দরবারে সালাম আরয আরয করা সৌভাগ্যবানদেরই অংশ, দেখুন! প্রায় এক হাজার বছর পূর্বের বুযুর্গ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কিতাবে মাযার শরীফের হাজিরীর প্রমাণ এবং শুহাদায়ে উহুদের কারামতও প্রকাশ হয়েছে, প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শুধু সালামের উত্তর দেননি বরং **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে সালামকারীর নাম ও উপনাম পর্যন্ত জেনে নিলেন।

আল্লাহ রাব্বুল ইযযতের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ গণী! শানে অলী! রাজ দিলো পর
দুনিয়া সে চলে জায়েঁ হুকুমত নেহী জাতি

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেখানে স্বয়ং শুহাদায়ে উহুদের মাযারে তাশরীফ নিয়ে গেলেন তবে এখন কোন **আল্লাহ** ওয়ালার মাযার শরীফে যাওয়াতে কেনো সমস্যা হবে। **আল্লাহ পাক**! আমাদেরকে আশিকানে রাসূলের সহচার্য নসীব করো এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মাযারে আদব ও সম্মান সহকারে হাজিরী দেয়ার সৌভাগ্য দান করো।

আল ও আসহাব সে মুহাব্বাত হে
অউর সব আউলিয়া নে উলফত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আশিকে রাসূল জান্নাতী পাহাড়

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত শুহাদায়ে উহুদের খেদমতে হাজিরী দেয়ার পর মদীনা পাকের প্রসিদ্ধ ও পরিচিত আশিকে রাসূল পাহাড়ের যিয়ারতের জন্য গেলেন, এটি এমন সৌভাগ্যবান পাহাড় যে, এর সৌভাগ্যের প্রতি যতই ঈর্ষা করা হয় ততই কম, হায়! যদি এই মুবারক পাহাড়ের একটি ছোট পাথর হতাম। এই সৌভাগ্যবান

www.dawateislami.net

পাহাড়ে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদম লেগেছে এবং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পাহাড়ের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন: هٰذَا اُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ অর্থাৎ এই উহুদ পাহাড় আমাকে ভালবাসে এবং আমি উহুদকে ভালবাসি।

(বুখারী, ৩/১৫০, হাদীস ৪৪২২)

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: উহুদ শরীফ মদীনা পাক থেকে পূর্ব দিকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়, মদীনা মুনাওয়ারা বিশেষকরে জান্নাতুল বকী থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, সেখানে শুহাদায়ে উহুদ বিশেষত্ব সায়্যিদুশ শুহাদা আমীরে হামযা (رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ) এর মাযার রয়েছে, যিয়ারতকারীরা দলে দলে এই পাহাড়ের যিয়ারত করে থাকে, আমি হাজী সাহেবদেরকে এইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে এবং সেখানকার পাথরকে চুমু খেতে দেখেছি। প্রত্যেক মুমিনের অন্তরে কুদরতী ভাবে এর প্রতি ভালবাসা রয়েছে। সত্য এটাই যে, স্বয়ং পাহাড়ই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, কাঠ, পাথরের মধ্যে অনুভূতিও রয়েছে এবং ভালবাসা ও শত্রুতার ক্ষমতাও, হুযুরের বিরহে উটও কেঁদেছে আর কাঠও কান্নাকাটি ও ফরিয়াদ করেছে। অতএব সত্য হলো যে, স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উহুদ পাহাড়কে, এর এলাকাকে, সেখানকার

www.dawateislami.net

পাথরকে ভালবাসেন এবং এই সকল জিনিসও একইভাবে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/২১৯) আরো এক স্থানে বলেন: **যিনি** পাথরের মনের অবস্থা জানেন, **তিনি** কি মানুষের মনের অবস্থা জানবেন না।

(মিরাতুল মানাজিহ, ২/১১৩)

পাহাড়ো মে ভি হুসন কাঁটে ভি দিলকশ
বাহারোঁ নে কেয়সা নিখারা মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে মদীনা! এই মুবারক পাহাড় প্রায় পৌনে চার মাইল পর্যন্ত প্রসারিত। এই আলিশান পাহাড় জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যে একটি দরজায় রয়েছে।

(মু'জামু আওসাত, ৫/৩৭, হাদীস ৬৫০৫)

অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: উহুদ পাহাড় জান্নাতের পাহাড়ের মধ্যে একটি পাহাড়। (মু'জামু কবীর, ১৮/১৭, হাদীস ১৯) এই মুবারক পাহাড়ে চূঁড়ায় **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী, হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর ভাই হযরত হারূন عَلَيْهِ السَّلَام এর মাযার শরীফও রয়েছে। (কিন্তু এখন তা যিয়ারত করা খুবই কষ্টসাধ্য)

(আরশাদুস সারি, ৯/১৪৮, ৪০৮৪ নং হাদীসের পাদটিকা)

www.dawateislami.net

উজ্জল পাথর

আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাত বলেন: আমি যখন উহুদ পাহাড় শরীফের যিয়ারত করি তখন রোদ শরীফেরও হাজিরী হয়েছিলো, আমি আমার সাথীকে বললাম: দেখো তো! কঙ্করগুলো কিরূপ চমকাচ্ছে। বাস্তবতা তো এটাই যে, মদীনা পাকের প্রতিটি মুবারক পাথরের উপর দুনিয়ার সকল হীরা জহরত উৎসর্গিত। উহুদ শরীফ থেকে ফিরে আসার সময় হলে ফিরে আসার পথ ভুলে গেলাম, চারিদিকে পাহাড় আর পাহাড়, ফিরে যাওয়ার রাস্তাই পাচ্ছিলাম না। এমন কোন মানুষও আশেপাশে ছিলো না, যার নিকট রাস্তা জেনে নেয়া যাবে, আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথী চিন্তিত হয়ে গেলো কিন্তু আশিকে মদীনার চেহারা একেবারে প্রশান্তি বিরাজ করছিলো, যেনো:

হাম মদীনে মে তানহা নিকাল জায়েঙ্গে
অউর গলিউ মে কসদান ভটক জায়েঙ্গে
ঢুনডতে ঢুনডতে লোগ থক জায়েঙ্গে
হাম উহা জা কর ওয়াপেস নেহী আয়েঙ্গে

আশিকে মদীনার মনের অবস্থা ছিলো যে, এটা তো আমার **প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শহর, এখানে আমার কিসের চিন্তা, আমীরে আহলে সুন্নাত উহুদ

www.dawateislami.net

শরীফের মুবারক পাথরে শুয়ে মাওলানা জামিলুর রহমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শের পাঠ করতে লাগলেন:

লাশা মেরা তায়্যিবা কে বায়াবাঁ মে পড়া হো
অউর রূহ বনে বুলবুলে বুস্তানে মুহাম্মদ

অর্থাৎ হায়! আমার যেনো মদীনায়ে পাকের মরুভূমিতে এমনভাবে মৃত্যু আসে যে, আমার লাশ পরে থাকবে আর আমার রূহ বুলবুলের ন্যায় উড়তে উড়তে মুহাম্মদের বাগানে ভ্রমন করবে।

আশিকে মদীনা তাঁর প্রেম ও মত্ততায় ব্যস্ত আর তাঁর সফর সাথী চিন্তিত ছিলো, হয়তো তার এই খেয়াল এসেছিলো যে, এটাও কেমন আশিকে রাসূল যে, রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না, মৃত্যু মাথার উপর ঘুরছে আর তাঁর কোন চিন্তাই নেই। যদি এখানেই রাত হয়ে যায় তবে বাঁচানোর জন্যও কেউ আসবে না। কিন্তু আমীরে আহলে সুন্নাত শতভাগ সন্তুষ্ট ছিলেন। অন্তরে ও মানসিকতায় এটাই খেয়াল ছিলো যে, আমরা আছি কোথায়? মদীনায়! **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচলে! আশিকে মদীনা হাদীসে পাকের উপর আমল করার নিয়্যতে উহুদ শরীফের কিছু লতাপাতা, ঘাস ইত্যাদিও ব্যবহার করেন যে, হাদীসে পাকে রয়েছে: **প্রিয় নবী, রাসূলে**

www.dawateislami.net

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা উহুদ পাহাড়ে যাবে, তবে সেখানকার গাছ বা কিছু ঘাস খেয়ে নাও। (মু'জামু আওসাত, ১/৫১৬, হাদীস ১৯০৫) অবশেষে ফিরে আসার রাস্তা খুঁজে পেলেন এবং সেখান থেকে ফিরে আবাস স্থলে চলে এলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কারাম্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৬

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net